২৪.৪ পাকিস্তান দাবির প্রেক্ষাপট

বলা যায় যে কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলির আমলেই ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়েছিল। কুপল্যান্ড দেখিয়েছেন—১৯৩৭ সালের অক্টোবর থেকে ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৮টি কংগ্রেস শাসিত প্রদেশে ৬০টি এবং ৩টি অকংগ্রেসী রাজ্যে ২৫টি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনা ঘটে। ১৯৩৯ সালের ১৮ অক্টোবর নেহরু রাজেন্দ্রপ্রসাদের কাছে স্বীকার করেন—"এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই সাম্প্রদায়িকতার বিকাশ এবং মুসলিম জনতার কংগ্রেস বিরোধী মনোভাব রোধ করতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি" (There is no doubt that we have been unable to check the growth of communalism and anti congress feeling among the Muslim masses.)। লিনলিথগোর অকপট স্বীকারোক্তি—১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাস থেকে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের ভাঙন লক্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। কুপল্যান্ড মনে করেন—ব্রিটিশ রাজের উত্তরাধিকার বহন করার ব্যাপারে কংগ্রেসের খোলাখুলি ইচ্ছাই এই ঘটনার মৌলিক কারণ ছিল। ১৯৪০ সালে মুসলিম লিগের লাহোর অধিবেশনে জিন্নাহ্ তাঁর সভাপতির ভাষণে স্পষ্ট ঘোষণা করেন—"মুসলমানেরা একটি জাতি। তাদের নিজস্ব বাসস্থান, নিজস্ব এলাকা এবং নিজস্ব রাষ্ট্র থাকা উচিত" (The Muslims are a nation, and they must have their homelands, their territory and their state.)। ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ মুসলিম লিগ উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব সীমান্তে একটি পৃথক ও স্বায়ত্তশাসিত মুসলিম রাষ্ট্রের জন্য সংবিধান দাবি করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই প্রস্তাবই 'পাকিস্তান প্রস্তাব' (Pakistan resolution) নামে বিখ্যাত। এই প্রস্তাবের খসড়া তৈরি

করেন সিকন্দর হায়াৎ খান। প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন ফজলুল হক্ ও সমর্থন করেন খালিকুজ্জমান। প্রস্তাবে স্বাধীন রাজ্যসমূহ (Independent States) গঠনের কথা বলা হয়েছিল। পাকিস্তান বা ভারত বিভাজনের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। কংগ্রেস নিয়ন্ত্রিত সংবাদ মাধ্যম প্রস্তাবটির ভুল ব্যাখ্যা করেছিল। (সুমিত সরকার বলেছেন—রেহমৎ আলি নামে এক কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া ১৯৩৩ ও ১৯৩৫ সালে লিখিত দুটি ইস্তাহারে পাকিস্তান শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। রেহমৎ আলি ছিলেন পাঞ্জাবি মুসলমান। পাকিস্তান বলতে বোঝানো হয়েছিল পাঞ্জাব, আফগান প্রদেশ, কাশ্মীর, সিন্ধু ও বালুচিস্তান। কোনো মুসলমান নেতাই তখন বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেননি এবং এই পরিকল্পনাকে তাঁরা 'অবাস্তব ও অসার' (Chimerical) বলে উড়িয়ে দেন। ১৯৩৮ সালের অক্টোবরে মুসলিম লিগের সিন্ধু সম্মেলনে অবশ্য ভারত বিভাজনের দাবি উঠেছিল, কিন্তু জিন্নাহ্-র অনুরোধে তা বাতিল হয়ে যায়। পেন্ডেরাল মুন (Penderel Moon) তাঁর *Divide and Quit* গ্রন্থে বলেছেন—কংগ্রেসের কাছ থেকে সুবিধা আদায়ের জন্য জিন্নাহ্ দেশ ভাগের দাবিটিকে কৌশল হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। ওলপার্ট (Wolpert) পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী সিকন্দর হায়াৎ খানের একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাঁর *Jinnah of Pakistan* গ্রন্থে। সিকন্দর হায়াৎ খান বলেছিলেন—"লাহোর প্রস্তাব ছিল মুসলিম লিগের দর কষাকষির একটি বিষয়" (The Lahore resolution was only a bargaining point of the League.)। তিনি প্রকৃতপক্ষে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীভূত শাসনের বিরোধী ও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের সমর্থক ছিলেন। ভি. পি. মেনন তাঁর *Partition of India* গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, ১৯৪১ সালের ১১ মার্চ পাঞ্জাব আইনসভায় সিকন্দর হায়াৎ খান বলেছিলেন—"পাকিস্তান বলতে যদি পাঞ্জাবে নিখাদ মুসলমান শাসন বোঝায়, তবে সেক্ষেত্রে আমার কিছুই করার নেই" (If Pakistan means unalloyed Muslim Raj in the Punjab then I will have nothing to do with it.)। বাংলার প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক্‌ও কখনোই বাংলা বিভাজন ও দ্বিজাতি তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না।

এই সময় থেকেই জিন্নাহ্ মুসলিম লিগের পুনর্গঠনে হাত দেন এবং ক্রমশ মুসলমান পুঁজিপতিদের চাপের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। কংগ্রেসও ক্রমশ কঠোর মনোভাব গ্রহণ করছিল। জওহরলাল নেহরু মন্তব্য করেছিলেন পাকিস্তান গঠনের পরিকল্পনা মূর্খতার নামান্তর, এবং যে-কোনো মূল্যে এই পরিকল্পনার বিরোধিতা করতে হবে। কিন্তু লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হবার অব্যবহিত পরে গান্ধিজি বলেছিলেন—"ভারতের অন্যান্য এলাকার মানুষের মতো মুসলমানদেরও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার থাকা উচিত। বর্তমানে আমরা একটি যৌথ পরিবার। যে-কোনো সদস্য বিভক্ত

চাইতে পারে" (The Muslims must have the same right of determination that the rest of India has. We are at present a joint family. Any member may claim a division.)। এক্ষেত্রে গান্ধি অবশ্যই নেহরুর চেয়ে অনেক বেশি উদারতা প্রদর্শন করেছিলেন।

কংগ্রেস একটি অখণ্ড ভারত চেয়েছিল। কিন্তু তার বিনিময়ে মুসলিম লিগকে স্বায়ত্তশাসন ও অধিকতর ক্ষমতার ভাগ দিতে সম্মত হয়নি। ইতিমধ্যে আমেদাবাদ, বম্বে, ঢাকা ও বিহারের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কংগ্রেস-লিগ সমঝোতার যাবতীয় পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিল। কংগ্রেস এবং মুসলিম লিগ উভয় সংগঠনই যথেষ্ট অনমনীয় মনোভাব গ্রহণ করেছিল। ১৯৪০ সালের ৮ আগস্ট লিনলিথগো ঘোষণা করেন—"অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতে ভারতকে ডমিনিয়ন মর্যাদা দেওয়া হবে" (India would be granted Dominion Status in the unspecified future.)। জিন্নাহ্ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং সিকন্দর হায়াৎ খান ও ফজলুল হক্‌কে নবগঠিত জাতীয় পরিষদ (National Council) থেকে ইস্তফা দিতে বলেন।